সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৫

ছাত্রলীগকে স্কুল কমিটি না করার নির্দেশ কাদেরের

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্কুল কমিটি না করতে ছাত্রলীগকে নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, ছাত্রলীগের স্কুল কমিটির ধারণাটা সঠিক হয়নি। এই কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকে সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। এটা করে এই মুহূর্তে সমালোচনা ডেকে আনার দরকার নেই।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের এ কথা বলেন। ছাত্রলীগের স্কুল কমিটি গঠনের উদ্যোগের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, এমনিতেই ছেলেমেয়েদের পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা। বাচ্চাগুলোকে দেখলে মনে হয়, মরুভূমির পথ বেয়ে চলেছে। এর পর আবার রাজনীতির ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আরেক বোঝা– দরকার নেই এসবের। গত ২২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারাদেশে স্কুল পর্যায়ে কমিটি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই নির্দেশনার এক মাসের মাথায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এর বিরোধিতা করলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি থাকবে, থাকতে হবে। এসব জায়গায় ছাত্রলীগের কমিটিগুলোকে আরও পরিশীলিত করতে হবে। সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগকে সর্তক থাকতে হবে। এটা নির্বাচনের বছর। তাই ছাত্রলীগের কাজের জন্য দলের যেন কোনো ক্ষতি না হয়; যেন কোনো বিশৃঙ্খলাও না ঘটে। কেউ কেউ অপকর্ম করবে, আর সেটার দায় কেন দল নেবে? সেটা হয় না। তাই বলি, স্কুল পর্যায়ের কমিটি করার দরকার নেই। ছাত্রলীগের সমালোচনা করে ছাত্রলীগের সাবেক এই সভাপতি আরও বলেন, এ ধরনের আলোচনা সভা ঘরোয়া সেমিনার ধরনের না হওয়াই ভালো। এমন আলোচনা সভা বটতলায় হওয়া ভালো। কারণ এমন মিলনায়তনে একটি হল শাখা ছাত্রলীগের কমিটির নেতাকর্মীদেরই স্থান সংকুলান হয় না। এ ছাড়া যারা প্রতিদিন একই কথা শুনে অভ্যস্ত, তাদের বাদ দিয়ে ছাত্রলীগের প্রতি যেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়, সে জন্য বটতলায় এসব অনুষ্ঠান হলে ভালো। ছাত্রলীগের গুণগত গভীরতা নিয়ে কিছু কিছু জায়গায় তার প্রশ্ন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

'দেশে আইনের শাসন নেই'– বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, ছাত্রলীগের অনেক ছেলে এখন জেলে। কারও কারও যাবজ্জীবন হয়েছে; কারও ফাঁসি পর্যন্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগের লোকরা অপকর্ম করলে সেই অপকর্মের ফলও ভোগ করে। একজন মন্ত্রীর ছেলে হয়ে জেলে, এমপি কারাগারে। আরেক এমপি আদালত থেকে জামিন নিয়ে আছেন। দুই মন্ত্রীকে দুদকের মামলায় আদালতে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। বিএনপি আমলে কি এসব কখনও হয়েছে? তাদের দলের কোনো নেতাকর্মীর কোনো বিচার হয়েছে? হয়নি। কিন্তু আমরা কোনো অপরাধীকেই ছাড় দেব না।

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কত রকমের লেখালেখি! কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে আদাজল খেয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে; সেটা আমরা বুঝি। প্রথম পাতা, শেষ পাতায় সরকারের বিরুদ্ধে খবর দিচ্ছে। সবই বুঝি।

তিনি বলেন, কুমিল্লায় যখন আওয়ামী লীগ আগের চেয়ে ৩৫ হাজার ভোট বেশি পেল; সেটা কিন্তু কেউ লেখেনি। নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ দেড় গুণ ভোট বেশি পেয়ে জিতেছে, সেটাও লেখেনি। এখন রংপুরে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ হারলেও কাউন্সিলরে প্রথম হয়েছে– সেটাও কেউ বলেনি।

নির্বাচন কমিশনের প্রতি বিএনপির অনাস্থা প্রকাশের সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি এক অদ্ভুত দল। তারা জিতলে বলে নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে; হেরে গেলে বলে– আস্থা নেই। কুমিল্লায় আস্থা ছিল, রংপুরে নেই। রংপুরে তারা তো দ্বিতীয়ও হননি; হয়ে গেলেন তৃতীয়। তৃতীয়কে টেনে তুলবেন কীভাবে? এটা কি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব? তাহলে তো আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৩০০ আসনই তাদের দিতে হবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য।

ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন প্রমুখ।